দৈনিক সংবাদ

তারিখ 06 SEP 1993
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৭ ...

১৩৫

ছাত্র ইউনিয়নের বিকল্প শিক্ষানীতি

সাধারণ, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার স্তরওয়ারী প্রস্তাব

।। হাফিজুর রহমান কার্জন ।।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে একটি বিকল্প শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ শিক্ষানীতিতে পাঁচ স্তর বিশিষ্ট সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা, চিকিৎসা শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

বিকল্প শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সাধারণ শিক্ষার প্রথম স্তরে থাকবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। চার বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের এক বছরের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। শিশুদের মধ্যে জ্ঞান আহরণের মনোভাব সৃষ্টি ও তাদের সুকুমার বৃত্তি জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে এ পর্যায়ে শারীরিক প্রশিক্ষণ, ছবি আঁকা, খেলাধুলা, গল্প বলা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হবে।

সাধারণ শিক্ষার দ্বিতীয় স্তরে থাকবে প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা। শিক্ষার এ পর্যায় হবে সম্পূর্ণ অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সংক্ষিপ্ত ও আকর্ষণীয় পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মৌলিক জ্ঞানদান করা। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিদেশী ভাষা তুলে দিতে হবে। ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজী শিক্ষা (বিকল্পে অন্য ভাষা) পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর বিশেষ কোন্ বিষয়ের প্রতি ঝোঁক তা নির্ধারণ করতে হবে। সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে কোন না কোন বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা (কৃষি শ্রম, কারিগরি বিজ্ঞান,, চিকিৎসা, চারু, সাহিত্য-সঙ্গীত) সকলকেই গ্রহণ করতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা হবে সাধারণ শিক্ষার তৃতীয় স্তর। নবম ও দশম শ্রেণী এই দুই বছর হবে মাধ্যমিক শিক্ষার কাল। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অর্জিত শিক্ষাকে সুসংহত করা এবং উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ বা পেশায় যাবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা হবে মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য।

সাধারণ শিক্ষার চতুর্থ স্তরে থাকবে প্রাকস্নাতক শিক্ষা। এ পর্যায়ে প্রাক-কলা, প্রাক-বিজ্ঞান, প্রাক-বাণিজ্য, প্রাক-প্রকৌশল, প্রাক-কৃষি প্রভৃতি প্রস্তুতিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

দু'বছর মেয়াদী এ শিক্ষাশেষে স্ব স্ব [illegible] শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতামূলকভাবে উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশ করবে।

সাধারণ শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তরে থাকবে উচ্চ শিক্ষা। ছাত্র ইউনিয়ন প্রণীত শিক্ষানীতিতে প্রস্তাব করা হয়েছে, বর্তমানে প্রচলিত বৈষম্যমূলক অনার্স ও পাস কোর্স তুলে দিয়ে উচ্চ শিক্ষাকে একই ধারায় নিয়ে আসতে হবে। কলেজসমূহে তিন বছর মেয়াদী স্নাতক' কোর্স পরিচালিত হবে। তবে কোন স্নাতকোত্তর কোর্স থাকবে না। আর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে দু'বছর মেয়াদী স্নাতকোত্তর ও উচ্চতর গবেষণাধর্মী কোর্সসমূহ পরিচালিত হবে। বাধ্যতামূলক স্তর (প্রাথমিক শিক্ষা) উত্তীর্ণ হবার পর যারা সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করবে না তাদের ব্যাপক অংশকে কৃষি বিদ্যালয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষি বিদ্যালয়ে এক ও দু'বছর মেয়াদী কোর্স থাকবে। যারা কৃষি বিদ্যালয়ের কোর্স সমাপ্ত করবে কিংবা সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাশেষে প্রাক-কৃষি শিক্ষা সমাপ্ত করবে তারা উচ্চতর কৃষি শিক্ষার জন্য কৃষি মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হবে। কৃষি মহা-বিদ্যালয়ে শিক্ষাকাল হবে চার বছর। যারা উচ্চতর পর্যায়ে কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা নিতে চান তাদের জন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

অষ্টম শ্রেণীর পর যারা সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করবে না তারা শ্রম বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে। এখানকার শিক্ষা হবে এক বা দু'বছর মেয়াদী। শ্রম বিদ্যালয়ের কোর্স সমাপ্ত করার পর শিক্ষার্থীরা ধারাবাহিক-ভাবে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে। যারা প্রাক-প্রকৌশল শিক্ষাশেষে চার বছর মেয়াদী বিআইটির (বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজী) কোর্স সমাপ্ত করবে তারাও কৃষি বিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।

ছাত্র ইউনিয়ন প্রণীত শিক্ষানীতিতে সামগ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য একটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, বর্তমানে হাসপাতালকেন্দ্রিক নিরাময়মূলক চিকিৎসার পরিবর্তে প্রতি-রোধমূলক ও কমিউনিটি মেডিসিনের ওপর জোর দিতে হবে।

অষ্টম শ্রেণীর পর শিক্ষার্থীদের একটা অংশ বৃত্তিজীবী হিসেবে, যাতে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারে সেজন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রম হিসেবে টাইপ রাইটিং, স্টেনো-গ্রাফিং, মোটর মেরামত, মোটর চালনা, রেডিও, টিভি, ঘড়ি মেরামত, কাঠ, চামড়া, মৃৎ শিল্পের কাজ ইত্যাদি বিবিধ ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

ছাত্র ইউনিয়ন তাদের প্রণীত এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের দাবিতে আগামী ১৬ই সেপ্টেম্বর শিক্ষাভবন ঘেরাও করবে এবং এখানে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশ থেকে এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের দাবি জানাবে।